তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও নাগরিক সমাজের গৃহীত কিছু পদক্ষেপ

তথ্যের মুক্তি, মানবাধিকারের স্বীকৃতি এই ধারণাকে লালন করে তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়টি নিয়ে কুষ্টিয়া মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ দীর্ঘ দিন ধরে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালিয়ে আসছিল। তারই ধারাবাহিকতায় "তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ" বিষয়ে গত **১৯** জুন **২০১০** জেলা পর্যায়ে উপরোক্ত বিষয়টি নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। পুরো আয়োজনে কারিগরি সহ অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করে মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা, কুষ্টিয়া এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা। এই সেমিনারটিতে জেলার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সরকারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় **১০০** জন মানুষের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম।

সেমিনারটি আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল-

- কুষ্টিয়া জেলার সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব প্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও তার নিকটতম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের সাধারণ বিষয়, প্রাপ্তি স্থান, সুনির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পত্র তৈরী।
- পরীক্ষামূলক জেলা তথ্য অধিকার ফোরাম গঠন ও তার কার্যাবলী নির্ধারণ।
- পুরো বিষয়টিতে প্রযুক্তির সহযোগিতা গ্রহণ ও জনগনকে তথ্য প্রবাহের সুযোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যকরী ও সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এছাড়া সেমিনারটি আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা চেয়েছিলাম কুষ্টিয়া জেলায় একটি সফল তথ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে যাতে করে দারিদ্র দূরীকরণে, দুর্নীতি প্রতিরোধে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সর্বোপরি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যারা নিয়োজিত আছেন তারা সেই সুষ্ঠু তথ্য ব্যবস্থাপনার সুবাদে তাদের কাজকে আরো শানিত করতে পারেন। কারণ আমাদের পছন্দ মত সমাজ নির্মানে তথ্য প্রবাহের বিকল্প নাই এবং তথ্যকে ব্যবহার করতে হবে সমাজ থেকে সকল অনাচার দূর করতে।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীর একাংশ

আবু সাঈদ সুমন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল জাষ্টিস কর্মসূচী, আসক

সেমিনারটি হতে আমাদের অর্জনসমূহঃ

১। আইনজীবীদের উদ্যোগে সম্ভবত এই প্রথমবারের মত তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। নিঃসন্দেহে এটি একটি মহতি উদ্যোগ এবং এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে সুশীল সমাজের অগ্রভাগে আইনজীবীগণ তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত তৈরী করেছে।

২। জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে ফোরাম গঠন সম্ভবত এটিই প্রথম। এই সভার মধ্য দিয়ে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। সেমিনারটির যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা জেলা পর্যায়ে এই ফোরাম তৈরীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৩। আয়োজকরা এই আয়োজনের জন্য কোন দাতা সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করেন নি। আইনজীবীদের মধ্য থেকে চাঁদা তুলে এই জাতীয় আয়োজন সত্যই প্রশংসনীয়।

৪। রাজনীতিবীদ, সরকারী চাকুরে, এনজিও কর্মী, আইনজীবী সমাজ সেবক, সাংবাদিক, স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, সকল ধরণের পেশার মানুষের অংশগ্রহণ এই আলোচনা সভাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

৫। তথ্য কমিশনারের উপস্থিতির মাধ্যমে কমিশনের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে এই সভার মধ্য দিয়ে।

৬। জেলা পর্যায়ের সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সাথে কশিনের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে যা তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনার সারমর্মঃ

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সেমিনারটির কার্যক্রম শুরু হয়। এরপরপরই এ্যাডঃ অনুপ কুমার নন্দী, সভাপতি মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ তার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রধান অতিথি সহ বিশেষ অতিথিদের এবং উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ্যাড. মোঃ হারুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক, মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ, সংগঠনের পরিচিতি মূলক একটি প্রতিবেদন সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শোনান।

প্রফেসর ডঃ সাদেকা হালিম, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সার সংক্ষেপ মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই মূলত তথ্য অধিকার সম্পর্কে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একটি সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করেন। উপস্থাপনার ফাঁকে ফাঁকেই বর্তমান কমিশনের উদ্যোগ সমূহ, কমিশনের ভাবনা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, এরই মধ্যে পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে অভিজ্ঞতা এবং তার আলোকে করণীয় ইত্যাদিও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরেন। যাতে অংশগ্রহণকারীগণ কমিশন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পান।

এ্যাড. মীর সানোয়ার হোসেন, সদস্য, মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ সেমিনারটির মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমেই মূলত তথ্য কি, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব, বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা এবং তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যের দ্বার অবারিত করবার কৌশল নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এরপর এই প্রবন্ধকে সামনে রেখেই আলোচনা আহ্বান করা হয়। আলোচনাতে অংশগ্রহণ করেন- জনাব আজগর আলী, সাধারণ সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, জনাব শফিকুল আলম, সিভিল সার্জন,

কুষ্টিয়া, জনাব শফিকুর রহমান, অধ্যক্ষ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, ডঃ মুহাঃ রহমতউল্লাহ, অধ্যাপক , আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মমতাজ আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা, জনাব সুদিপ কুমার লাহিড়ী, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, শরিফ বিশ্বাস, প্রতিনিধি দেশ টিভি, কুষ্টিয়া, শেখ হাসান বেলালঃ জেলা প্রতিনিধি আরটিভি, নিয়ামূল হক, চ্যানেল আই, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি, তৌহিদ হাসান প্রথম আলো, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি, সামিউল আলম, জেলা তথ্য অফিসার, সামসুজ্জামান, সভাপতি, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদঃ, এ্যাডভোকেট নিজামউদ্দিন, শংকর মজুমদার, কো অর্ডিনেটর, ব্লাষ্ট, আব্দুল রশিদ খান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, এ্যাডভোকেট আক্তারুজ্জামান।

এ সকল আলোচকের আলোচনা হতে যে সকল বিষয় উঠে আসে তা হলো- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রথমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। যার কাছে যত তথ্য আছে সেই জাতি তত বেশী সমৃদ্ধ, তথ্য বিহীন জাতি তলা বিহীন ঝুড়ির মতো। তথ্য পাওয়া মানুষের অধিকার। যদি কেউ তথ্য না জানতে পারে তবে সে বঞ্চিত হবে। এই যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই জানতে হবে এবং জানাতে হবে। এ বিষয়ে আমরা যত সচেতন হবো তথ্য আইন প্রয়োগ ও তথ্য পাওয়া ততই সহজ হবে। তথ্য না পাওয়ার কারনে অনেক বিষয়ে আমরা কাজ করতে পারিনা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ না থাকায় আজ দেশে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হতাশা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রতিটি বিভাগে তথ্য আদান প্রদানের জন্য একজন করে তথ্য কর্মকর্তা থাকবার বিষয়ে আইন যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তার দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কৃষি দপ্তরে গেলে আমরা তথ্য পাইনি। আইন পাশ হলেই হবেনা তার বাস্তবায়ন চাই। অনেক নারী বলেছে আমার সন্তানকে পুলিশে ধরে এনেছিলো, কোথায় আছে তা জানতে চাইলে জানতে পারিনি। তথ্য আইন সর্ম্পকে মানুষকে সচেতন করা এবং প্রয়োজনে লিফলেট, হ্যান্ডআউট, বুকলেট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা বাড়াতে হবে। একজন মেম্বারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাদের ইউনিয়নের জন্য কতটা ভিজিডি কার্ড আছে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন এটা তোমাকে দেওয়া যাবে না।এ ধরনের অনিহা কিভাবে দুর করা যায় আমরা বুঝতে পারছিনা। একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে আসলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে যে মেডিকেল সার্টিফিকেট দেয় তাতে গুরুতর আহত না লিখে স্বাভাবিক রির্পোট প্রদান করেন। পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সঠিক প্রতিকার পায় না।

এ সকল আলোচনা ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে- **প্রফেসর ডঃ সাদেকা হালিম** ফলপ্রসূ উত্তর প্রদান করেন এবং এধরণের কাজে নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসার পরামর্শ করেন।

এরপর কুষ্টিয়া জেলায় তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়। সকলেই কুষ্টিয়ায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগের এবং প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রণয়নের উপর জোর দেন। তথ্য অধিকার বিষয়ে কাজ করার জন্য কুষ্টিয়ায় একটি ফোরাম গঠনের উদ্যেগ নিয়ে আলোচনা শেষে জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি ফোরাম গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় উক্ত ফোরাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য ব্যাংক তৈরী এবং তথ্য প্রাপ্তিতে যে কোন অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। এছাড়া তথ্য কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেরায় তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

উল্লেখ্য মাননীয় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, প্রত্যেক থানার নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এই সেমিনারে আমন্ত্রিত হলেও তাদের দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে সেমিনারটিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

সেমিনারটির মাধ্যমে যে ফোরাম গঠিত হয়েছিল তার পথচলার অংশ হিসেবে কুষ্টিয়াতে তথ্য অধিকার ফোরামের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হলো ২৭/৯/২০১০ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টায় মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার অফিসে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই ফোরামের প্রথম সভা। ২১ সদস্য বিশিষ্ট্য ফোরামের মাত্র ১০ জন সদস্য সভাতে অংশগ্রহণ করলেও অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে প্রাণবন্ত ও কার্যকরী কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনার মাধ্যমে যে সকল সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় তা-

- ২৮/৯/২০১০ তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে এই ফোরামের উদ্যোগে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৫:০০ টায়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করবেন কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের মানবাধিকার কর্মীরা।

তথ্য অধিকার ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালী

- নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণের অংশ হিসেবে প্রত্যেক ২ মাসে ফোরামের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। ফোরামের পক্ষ থেকে প্রথমে হাসপাতাল মনিটরিং করা হবে এবং পরবর্তীতে হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই একটি সভা আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে জানানো হবে কি কি সেবা এই হাসপাতাল থেকে পাওয়া যাবে। আগামী ৯ অক্টোবর ২০১০ সকাল ১০ টায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্যোগকে সফল করার জন্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে।
- পরবর্তী সভাতে (১০/১০/২০১০) নির্ধারিত হবে কত তারিখে এই ফোরামের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কুষ্টিয়ার বর্তমান অবস্থা বলতে গিয়ে জেলা তথ্য কর্মকর্তা বলেন "এখনও পর্যন্ত কুষ্টিয়ার ৬টি থানাতে মাত্র ৮ জন অফিসার কে তথ্য প্রধানকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় বা কমিশনের পক্ষ থেকে জেলা পর্যায়ে কোন প্রকার কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। ফলে জেলা তথ্য অফিস এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত। জেলা তথ্য অফিস তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ছাড়া স্বউদ্যোগে কোন কাজ করতে পারেন না।" এ সকল মন্তব্যের

পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালী শেষে এই ফোরামের পক্ষ থেকে উল্লেখিত সমস্যা সমূহ মাননীয় জেলা প্রশাসককে জানানো হবে।

- ফোরামের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য এ্যাডভোকেট অনুপকুমার নন্দী ও মমতাজ আরা বেগম স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রেরণ করা হবে। আবেদন পত্রের মাধ্যমে এই ফোরামের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা চাওয়া হবে।

সভার অর্জনসমূহঃ

√ জেলার বিভিন্ন পেশাজীবীদেরকে নিয়ে গঠিত এই ফোরাম কুষ্টিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করণে এবং জনগণকে তথ্য জানার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত করণের কাজ শুরু করল।

√ দেরিতে হলেও এই ফোরামের সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

√ সদস্যদের মধ্যে কাজ করার স্পৃহা লক্ষ্য করা গেছে।

√ জেলা পর্যায়ে গঠিত সম্ভবত বাংলাদেশে এটিই প্রথম তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কোন ফোরাম।

যে সকল সদস্যবৃন্দ এই ফোরামের অন্তর্ভুক্ত তারা হলেন-

১. ডঃ আবু তোহা
২. এ্যাডঃ অনুপ কুমার নন্দী
৩. এ্যাডঃ হারুনুর রশীদ
৪. এ্যাডঃ মীর সানোয়ার হোসেন
৫. এ্যাডঃ শংকর মজুমদার
৬. জেলা তথ্য কর্মকর্তা
৭. এন.ডি.সি
৮. জেলা মনিটরিং অফিসার
৯. শরিফ বিশ্বাস
১০. এ্যাডঃ নুরুল ইসলাম দুলাল
১১. মমতাজ আরা বেগম
১২. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ
১৩. আক্তারি সুলতানা
১৪. কাজী রফিক
১৫. এম. এ. কাইয়ুম
১৬. সামসুজ্জামান
১৭. নার্গিস রহমান
১৮. অধ্যাপক আসাদুর রহমান
১৯. হাসিনা আক্তার হাসি
২০. সেলিনা খাতুন
২১. এ্যাডঃ আ.স.ম আক্তারুজ্জামান।

বক্তব্য রাখছেন তথ্য কমিশনার
সাদেকা হালিম

Avgiv wekvm Kwi miKv‡ii MnxZ wewfb c`‡¶c Ges D‡`¨vM‡K mwVKfv‡e ev¯evqb Ki‡Z n‡j bvMwiKmgvR‡KI GwM‡q Avm‡Z n‡e| Z‡eB wewfb chv‡q miKv‡ii GmKj D‡`¨v‡Mi mdjZv RbMY †fvM Ki‡Z cvi‡e †Kbbv Z‡_¨i gw³ gv‡bB gvbewaKv‡ii ¯xKwZ|